দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...১৪।৮।৮৮...
পৃষ্ঠা... ২.........কলাম...৭...

013

কিণ্ডার গার্টেনের জন্য সরকারী নীতিমালা ও অভিন্ন পাঠ্যসূচী প্রয়োজন

॥ জাকারিয়া কাজল ॥

কিণ্ডার গার্টেনগুলোর কোন সরকারী অনুমোদন বা স্বীকৃতি না থাকলেও সবক'টি কিণ্ডার গার্টেনই বিনামূল্যে প্রাথমিক স্তরের পুস্তকগুলো সরবরাহ পাচ্ছে। এদিকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির বিল সাধারণ হারে পরিশোধ করলেও কিণ্ডার গার্টেনগুলো বাণিজ্যিক হারে এসব বিল পরিশোধ করছে। দেশের কিণ্ডার গার্টেনগুলো সম্পর্কে সরকারের কোন সুস্পষ্ট নীতি না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানের ৫ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। কিণ্ডার গার্টেনগুলোর বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও স্ববিরোধিতা রয়েছে।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক ফ্রয়েবল ১৮৭৩ সালে প্রথম

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

কিণ্ডার গার্টেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিণ্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করলেও স্বাধীনতার পর হতেই বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। মূলত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের আসন স্বল্পতা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশের নিম্নমুখীতাই কিণ্ডার গার্টেন স্থাপনের প্রধান কারণ।

কিণ্ডার গার্টেনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হবার কারণও এ-ই। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার কিণ্ডার গার্টেন রয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীতেই প্রায় ১৭শ' কিণ্ডার গার্টেন অবস্থিত। এসব কিণ্ডার গার্টেনে ৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। কিণ্ডার গার্টেনগুলোয় প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৫ হাজার কর্মচারীর কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছে।

সরকারী কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা তদারকি না থাকায় কিণ্ডার গার্টেনগুলোতে যেমন সুনির্দিষ্ট কোন পাঠ্যসূচী নেই তেমনি এক এক কিণ্ডার গার্টেনগুলো ছাত্র বেতন হিসেবেও ইচ্ছামত টাকা আদায় করছে। রাজধানীতে এমন অনেক কিণ্ডার গার্টেন রয়েছে যেখানে মাসে ৫শ' টাকা বেতন আদায় করা হয়। কমপক্ষে ১শ' টাকার নীচে কোন কিণ্ডার গার্টেনেই মাসিক বেতন নেই। এদিকে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম না থাকায় এক এক কিণ্ডার গার্টেন এক এক রকম পাঠ্যসূচী অনুসরণ করছে। এর ফলে কিণ্ডার গার্টেন স্তর পেরোবার পর ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক স্তরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এছাড়া কিণ্ডার গার্টেনে শিক্ষাদানরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার মান সম্পর্কেও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বর্তমানে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে। সার্বিক স্বার্থে এখন এ শিক্ষাব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার আর কোন অবকাশ নেই। শিশুরা যে পটভূমিসহ প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের অভাবেই তা হয়ে উঠছে না।

কিণ্ডার গার্টেন-এর ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা নীতিমালা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সেই সাথে কিণ্ডার গার্টেনগুলোর জন্য অভিন্ন পাঠ্যসূচীও প্রয়োজন। মজার ব্যাপার হলো, ২শ' কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষার কোন স্বীকৃতি না মিললেও এ বছর স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড কিণ্ডার গার্টেনের জন্য অভিন্ন পাঠ্যক্রম তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া স্বীকৃতি না মেলা স্বত্বেও কিণ্ডার গার্টেনগুলো সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিনামূল্যের বইগুলো ঠিকই সরবরাহ পাচ্ছে।

কিণ্ডার গার্টেনের ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্তে স্ববিরোধিতা রয়েছে। এ স্ববিরোধিতা যত দ্রুত কাটিয়ে উঠা যাবে— শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য ততই মঙ্গলজনক হবে।

বাংলাদেশ কিণ্ডার গার্টেন পরিচালক সমিতির সভাপতি এডভোকেট আবদুল্লাহ আল নাসের এবং সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী এ প্রতিবেদককে জানান, অনুমোদনের অভাবে প্রতি বছর যোগ্যতা থাকা স্বত্বেও কিণ্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। তারা কিণ্ডার গার্টেনসমূহের সরকারী স্বীকৃতি, পাঠ্যসূচী কমিটিতে সমিতির সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার দাবী জানিয়েছেন।

কিণ্ডার গার্টেনে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা কিণ্ডার গার্টেনে অতিরিক্ত ছাত্র বেতনের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। শিক্ষার মানের ব্যাপারেও অভিযোগ রয়েছে। তবুও আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে আসন সঙ্কটের কারণে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক অভিভাবকদের কিণ্ডার গার্টেনের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। এ কারণেই কিণ্ডার গার্টেনগুলোর বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং স্বীকৃতির বিষয়টি গুরুত্বের দাবী রাখে।